আন ইখলাস

১১২

নামকরণ

ইখলাস স্থল এ সূরাটের নামহ নয়, এখানে আলোচনা বিষয়কৃত শিখিনানামও। কারণ, এখানে খালেস তথা নির্দেশ তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। কুরাহান মনোভাবের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে সাধারণত সেখানে ব্যবহৃত কোন শব্দের মধ্যে তার নামকরণ করতে থাকে না। কিন্তু এ সূরাটে ইখলাস শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই এর এ নামকরণ করা হয়েছে এর অর্থের উল্লেখে। যে ব্যক্তি এ সূরাটের ব্যবহার অনুধাবন করে এর শিকার প্রতি ইমাম আরবে, সে শিকার থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহীদের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মধ্যে ও মাদানী হবার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ সূরাট নাযিল হবার কারণ হিসেবে যে সব হাদীস উল্লেখ হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতেই এ মতভেদ দেখা দিয়েছে। নীচে পর্যায়ক্রমে সেগুলো উল্লেখ করছি:

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, কুরাহিসরা রসূলুহারা সালাতাহার আলাইহও উত্তম সালাতাহকে বলে, আপনার রবর বৎসর পরিচয় আমাদের জানান। একথায় এ সূরাট নাযিল হয়। (তাবারানী)

(২) আবুল আলিয়া হযরত উবাই ইবনে কাবের (রা) বর্ণনা দিয়ে বর্ণনা করেন, মুখ্যতঃ রসূলুহারা সালাতাহ আলাইহও উত্তম সালাতাহকে বলে, আপনার রবর বৎসর পরিচয় আমাদের জানান। এর জবাবে আলাহ এ সূরাট নাযিল করেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জাবীর, তিরিমিহি, তাহরার ফিত তারীখ, ইবনুল মুনিফ, হাকিম ও বায়হাকি) এ বিষয়কৃত সংকলন একটি হাদীস আবুল আলিয়ার মাধ্যমে ইমাম তিরিমিহি উদ্ভূত হয়েছে। সেখানে হযরত উবাই ইবনে কাবের বর্ণনা নেই। ইমাম তিরিমিহি একে অপ্রসঙ্গকৃত বেশী নির্দোষ বলেছেন।

* আবর্তানীদের নিয়ম ছিল, কোন অনুক্রিত বুঝির পরিচয় লাভ করতে হলে তারা লব্ধে, নিবেদন না। (এর ব্যাখ্যা আমাদের জানাত) কারণ তাদের কাছে পরিচিতির জন্য সর্বজনীন প্রয়োজন হতো বিশ্বাসী। যে কোন বংশের লোকের কোন গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত? একথা জানার প্রয়োজন হতো। কাজেই তারা যখন রসূলুহারা সালাতাহ আলাইহও উত্তম সালাতাহকে তার রব সম্পর্কে জানতে আহ্বান হলো তিনি কে এবং কেমন, তখন তারা তাদের একই পথ করলো। তারা পথ করলে, নিবেদন না। অবধি আপনার রবর সন্ত্বনাম (বংশধর) আমাদের জানান।
(৩) হযরত জাহারের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক গ্রামীণ আরব (কোন কোন হাসিদ অনুযায়ী লোকেরা) নবী সালাহার আলাহি ওয়া সালাহার বলে, আপনার রবের বৎসরের আমাদের জানান। এর জবাবে আলাহ এ সুরাত নাভিল করেন (আবু ইয়ালা, ইবনে জাহির, ইবনুল মুনবির, তাবারানী ফিল আওসাত, বায়াহাকি ও আবু নুআইম ফিল হিইয়া)।

(৪) ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন, ইহীদাদের একটি দল রসূলুল্লাহ সালাহার আলাহি ওয়া সালাহারের বেসামতে হারিয়ে হয়। তাদের মধ্যে ছিল কারণ ইবনে আব্বাস ও হই ইবনে আখতার প্রমুখ লোকেরা। তারা বলে, “হে মুহাম্মাদ। (সালাহার আলাহি ওয়া সালাহা) আপনার যে বর্ণনা করেন তাতে আমরা নিজেদের জানান।” এর জবাবে মহান আলাহ এ সুরাত নাভিল করেন। (ইবনে আব্বাস হাতেম, ইবনে আলি, বায়াহাকি ফিল আওসাতে ওয়াস সিফান)

এ ছাড়াও ইমম ইবনে তাহিমিয়া করেকটি হাসিদ তার সূরা ইখলাসের তাফসীরে বর্ণনা করেন। সেগুলো হচ্ছেঃ

(৫) হযরত আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, খাবরের করেকজিন ইহীদ রসূলুল্লাহ সালাহার আলাহি ওয়া সালাহার কাছে এনে বলে, “হে আবু কাসেম! আলাহ কেবলমাত্র আপনাকে নুরের পরদে থেকে, আদমকে পাচগলা মানির পিও থেকে, ইবলিয়ে আছেন। নিখার থেকে, আসামেকে কৌতুক থেকে এবং পৃথিবীকে পাড়ির কোন থেকে তৈরি করেছেন।
এখন আপনার বর সত্তে আমাদের জানান (বরং তিনি কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি)। রসূলুল্লাহ সালাহার আলাহি ওয়া সালাহা একাকী কোন জন্যে দেননি। তাদের জিন্দিল (আ) আব্বাস। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ। ছুঁষের কোন বলে দাও, "হওয়াল্লাহ আহাদ" (তিনি আলাহ এক ও একক)…………

(৬) আমের ইবনুল তোফিকেল রসূলুল্লাহকে (সা) বলেনঃ “হে মুহাম্মাদ। আপনি আমাদের কোন জিসারের দিকে আবহান জানাচ্ছেন? তিনি জবাব দেন, "আলাহার দিকে।"
আমের বলেন: “তালো, তাহলে তার অবাহু আমাদের জানান। তিনি সৌনার তৈরি না, রাতের অথচ সৌনার?” এককার জবাবে এ সুরাতটি নাভিল হয়।

(৭) যাহাহাক, কাতাদাহ ও মুকাতেল বলেন, ইহীদের কিছু আলেম রসূলুল্লাহ সালাহারকে (সা) কাছে আসেন। তারা বলে: "হে মুহাম্মাদ। আপনার রবের অবহু আমাদের জানান। হযরত আমরা আলাহার ওপর ইহীদ আনত পারিয়ে। আলাহ তোর গুল্লার তালোতে নামিয়ে করেছেন। আপনি বলতেন, তিনি কোন বস্তু দিয়ে তৈরি? কোন গোত্রনুক্ত? সৌনা, তামা, পিল, সংহা, রোগা, কিসের তৈরি? তিনি পানাহার করেন কি না? তিনি উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করে থেকে পৃথিবীর মালিকানা নাত করেছেন? এবং তান্ত কে এ উত্তরাধিকারী হবে? এর জবাবে আলাহ এ সুরাতটি নাভিল করেন।

(৮) ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নাজরানের খুটিতদের সাতজন পার্দী সম্বন্ধে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সালাহার আলাহি ওয়া সালাহারের সাথে সাক্ষাৎ করে। তারা তাঁকে বলেনঃ "আমাদের বলতে, আপনার বর কেমন? তিনি কিসের তৈরি?"
তিনি বলেন, “আমার রব কোন জিনিসের তৈরি নন। তিনি সব কষ্ট থেকে আলাদা।” এ ব্যাপারে আলাহ এ সৃষ্টি নামিয়ে করেন।

এ সমস্ত হাদিস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সা) যে মারুদের ইবাদত ও বন্দনার প্রতি লোকদের আহবান জানালেন তার মৌলিক সত্য ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখক প্রস্তাব করেছিলেন। এ ধরনের প্রস্তাব খুবই এসেছে তখনই তিনি জানালেন আলাহ হুমকে লেখকদেরকে এ সৃষ্টিতে পড়ে শুনিয়েছেন। সবংশীয় মায়েরের কাছে এ প্রথা করে। তাদের এ প্রথার জন্যে এ সৃষ্টি নামিয়ে হয়।

এরপর মদিনা তাইয়েয়োখে কখনো ইহুদি, কখনো কৃষ্ণন আবার কখনো আবারে অন্যান্য লোকেরা রসূলুল্লাহকে (সা) এই ধরনের প্রস্তাব করতে থাকে। প্রতিক্রিয়া আলাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য এ সৃষ্টি তাদের শুনিয়ে দেবার। ওরে উল্লেখিত হাদিসগুলোর প্রতিক্রিয়াতে একথা বলা যায় যে, এর জন্যে এ সৃষ্টি নামিয়ে যায়। এর জন্যে হাদিসগুলো পরস্পর বিচারের একাধিক মানে করার কোন সংগঠন করেন না। আসলে হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি পূর্ব থেকে অন্যান্য কোন আলাহের সাথে সরাসরি তাহলে পরে রসূলুল্লাহ (সা) সামনে থাকলে সেই একাধিক বিষয় আবার উল্লেখিত হতে। তখনই আলাহের প্রস্তাব দেওয়ার কাজের মূল্য আলাহের সাথে তাদের মাঝের মাঝে আলাহের প্রস্তাবের কেন্দ্রীয় সাধারণ উল্লেখ থেকে শুরু থাকে। হাদিসের মাঝে একটি বিষয় এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে যা কথা হয়। একে বাংলার অন্যান্য হওয়ার অর্থে একটি আলাহের সরাসরি বাংলার নামিয়ে হওয়ার বাকি হয়।

কাজেই সাধারণ কথা হচ্ছে, এ সৃষ্টি আসলে মুক্ত। বরং এর নিয়মমূলো সম্পর্কে চিত্ত করেলে একাধিক একাধিক প্রথম যুগে অবশ্যে সৃষ্টির সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আলাহের সত্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে কুরআনের কোন বিশ্বাস নিয়ে আছে, যাতে তখন তাদের মাঝে নামিয়ে আছে। তখন লেখকরা রসূলুল্লাহের আলাহের সদা সাধারণ আলাহের দিকে নামাখানায় পাল্টে শুনতে চাইতেন। তার এ রব করেন, যার ইবাদত এ বস্তুগুলো করে দিয়ে তাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে। এর একাধিক প্রাথমিক যুগে অনবদ্য সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হবার অর্থে একটি প্রমাণ হচ্ছে, মার্কিন হয়ে বেলামাতে (রা) তার পিতা উমাইয়া ইবনে খলাফ যখন মনোভাব উত্তেজনায় ওপরে চিত্র করে শুরু হইয়ে তার পিতার ওপরে একটি বড় পাখির চিত্র দিতে। তখন তিনি “আহাদ” “আহাদ” বলে চিত্রকর করতেন। এ আহাদ শব্দটি এ সৃষ্টি ইবাদত থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী ও মূল বক্তব্য

নামিয়ে হওয়ার উপরের সম্ভাবনা বেশ হাদিস ওপরে বিভিন্ন হচ্ছে এসগুলোর উপর। এক জনক বুলেল রসূলুল্লাহ সাদাত্তি আলাহের ওয়ালাম হয়ে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তখন দুর্বলের মানুষের ধরীরে চিত্র-ভাবনা ও ধারণা হচ্ছে কি ছিল তা জানা যায়। মৃত্তি পৃথিবী মূর্তিসমূহ কাঠ, পাপ, সুমা, রূপ ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের মোটামুটি জিনিসের মোটামুটি জিনিসের মোটামুটি জিনিসের 

৩৩৪ আল ইখলাস

আমারা
দেহাবসব ছিল। এ দেবদেবীদের রীতির বল্গদার ছিল। কোন দেবী এমন ছিল না যার ব্যাপার ছিল না আবার কোন দেবতা এমন ছিল না যার পৃথকী ছিল। তাদের খাবার দাবায়ের ক্ষেত্রে দেখা দিতো। তাদের পৃথিবীর তাদের জন্য এসেছিল অবস্থান করতো। মুসলিমদের একটি বিরাট দল খোদার মানুষের মতো ধরণের করে অত্যন্ত করায় বিখ্যাত করতো এবং তারা মনে করতো কিছু মানুষ খোদার অবতরন হয়ে থাকে। মূচ্ছার এক খোদা বিশ্বাস হবার দাবীর হলেও তাদের কোম্পানে একটি পুন তো ছিল এবং পিতা পুত্রের সাথে খোদার পারিয়ার ধর্মীয় রূপে মূল্য ক্রুদ্ধ অশীতির ছিলেন। এমন কি খোদার মা-ও ছিল এবং শান্তিতে। ইহুদিদেরা এক খোদাকে মেনে চলার দাবীদার ছিল কিন্তু তাদের খোদাও কবলস্বরূপ মসজিদ এবং অন্যান্য মানুষের গৃহের উপর ছিল না। তাদের এখানে চূড়ান্ত দিয়ে, মানুষের আকার ধরণের করে আত্মপ্রকাশ করতো। নিজের কোন বাণী সাথে ব্যক্তিত্ব ছড়িতো। তার একটি পুত্র (উমাইয়া) ছিল। এ ধরনের দলগুলো ছাড়া আর ছিল মাজীজঃ—নাকি উপাসক ও সাধ্য—তারকা পৃথিবীর দল। এ অবস্থায় যখন লোকদেরকে এক ও না-শরীক আদর্শ অনুসন্ধান করার দাবীতে দেখা হয় তখন তাদের মনে এ প্রশ্ন আগ্রহ নিতের মানুষের বাণীর ব্যাপার ছিল যে, সেই রাত্রি কেমন, সতত রাত্রি ও মানুষদেরকে বাস দিয়ে যাকে এককালে রাত্রি ও মানুষ হিসেবে মেনে নেবার সাধারণ দেয়া হচ্ছে? এটা কৃষ্ণের অনুমিত প্রকাশত্ত্বের কৃত্তিত্ব। এ সময় প্রথাগত অবাধ একটি খাদ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে কৃষ্ণের সূত্র অল্পার্থ অন্তর্নিহিত এমন সম্পর্ক ও ধার্মিক ধরণের পেশ করে দিয়েছে, যা সব ধর্মের মুখ্য লেখা ও ধারণার মূল্যের পূর্ব করে এবং আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টির গুণবাণীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকে সংযুক্ত করার কোন অবকাশই রাখতেন।

শোভাবর্ধন ও উপস্থাপন

এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্হু তাহাত্তে এ সূরাটি ছিল বিপুল মহৎকের অধিকারী। বিভিন্ন ধরনের মুসলমানদেরকে এ শরীর অনুভব করতেন। তারা যাতে এ সূরাটি বুঝি করে পড়তে এবং জনামের মধ্যে একে বোঝা করে ছড়িয়ে দেয় এ জন্য ছিল তার এ প্রচেষ্টা। কারণ এখানে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক আদিতাকে (তাহুলাহ) এমন ছোট ছোট চারটি বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাদের যাত্রা সাড়েই মানুষের মনে গ্রহণ করে যায় এবং তারা সাড়েই মুখে মুখে সেগুলো অধ্যায়ে পাড়ে।

রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিত্যাগের লোকদের বলেছেন, এ সূরাটি কৃষ্ণদের এক-জীবনীয়ের সমান—এ মর্যাদা হাদিসের কিতাবগুলোতে অন্ধে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, তিবিমী, মুহাম্মদ, আবু নাসির, নাসাইর, ইবনে মালায়, মুসলমান ইবাদাহ, তাবরানী ইব্বাদুল্লাহের বাদ হাদিস আবু সাহিব খাদ্রী, আবু হারাউর্দা, আবু আয়াতুল আসারী, আবুদুর্দাহ, ম'আর ইবনে জাবাল, জাবর ইবনে আবদুল্লাহ, উসাইম ইবনে কাবর, কুলুস্তি বিন তাকব ইবনে আবী ম'আয়ত, ইবনে উমর, ইবনে মস'উদ্দ, কাতাদাহ ইবনুন দুমান, আনস ইবনে মালেক ও আবু মস'উদ্দ রাজিহায়া আনহম থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসাবর্ধন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্হু তাহাত্তে এ উল্লিখিত বন্ধ

তা-১৯/৩৯—— আসপারা
থাকা বিশেষণ করেছেন। তবে আমাদের মতে সহজ, সরল ও পরিকার কথা হকে, কুরআন মতীদে যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা পেশ করে তার ভিত্তি রাখা হয়েছে তিনিই বুনিয়াদী আল্লাহর উপর। এক, তাওহীদ। দুই, রিসালত। তিনি, আল্লাহু। এ সূরাটি মেহেতু নিভেগুল তাওহীদ তত্ত্ব বর্ণনা করেছে তাই রসূলুর্রাহ (সা) একে কুরআনের এক-তৃতীয়াশের সমান গণ করেছেন।

হযরত আহরেশার (রা) একটি রেওয়ায়াত বুকাহী ও মুসলিম এবং হাদাসের অন্যান্য কাহিনীগুলোতে উল্লেখ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ রসূলুর্রাহ সাহাবাতে আলাইহি ওয়া সালাম এক অভিযানে এক সাহাবীকে সরাতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। তিনি সমগ্র সফরকালে প্রতিটি নামায়ে “কুল হওয়ারাহ আহ্মান” পড়ে কিরাজি শেষ করেছেন। এটা যেন তার স্বারী কৃতি হয়ে দাড়িয়েছিল ফিরে আসার পর তার সাথীরা রসূলুর্রাহ (সা) কাছে একটা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এমনটি করেছিল? তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জাবাদ দেনঃ এতে রহমানের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এর পাঠ আমার অন্তর্ভুক্ত হয়। রসূলুর্রাহ (সা) একটা তুলে লোকদের বলেনঃ

আল্লাহ উপাচ্যে জানি যে, আল্লাহ তাকে তোলবাসেন।

প্রয়ো এ একই ধরনের হটনা বুকাহী শরিফে হযরত আনস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, জনক আব্বাস তুরাদুর মুসজিদে নামায় পড়তেন। তার নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিটি নামায়ে সুরা পড়তেন। তারপর অন্য কোন সুরা পড়তেন। লোকরা, এ বাপারে অপরিয়োগ উঠায়। তারা বলেন, তুরাদুর একে কমন কাজ করছে, প্রথমে একটি সুরা পড়ে। তারপর তাকে যেখানে মন না করে আবার তার সাথে আর একটি সুরা পড়া? এটা ঠিক নয়। সুখদৃষ্টি “কুল হওয়ারাহ” পড়ে অথবা এক্ষণে বাদ দিয়ে অন্য একটি সুরা পড়ে। তিনি জবাব দেন, আমি এটা ছাড়তে পারবো না। তোমারা চাইলে আমি তোমাদের নামায় পড়বো অথবা সুরামতি ছেড়ে দেবো। কিন্তু লোকরা, তার আঘাত অর কাউকে ইমাম বানানো হচ্ছে করতো না। অবশেষে বাপারের সূরালাহ (সা) সাথে আনা হয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথীরা যা চায় তা করতে তোমার বাধা কোথায়? কোন জনিষ্টি তোমাকে প্রতোক রাকাতে এ সুরাটি পড়তে উল্লেখ করেছে। তিনি বলেনঃ এ সূরাকে আমি খুব ভালোবাসি। রসূলুর্রাহ (সা) জবাবে বলেনঃ

হে আমায় আন্তর্ক্যামু দেখুন?
সূরা আল ইখলাস

পরম কর্মণ্য মেহেরবান আল্লাহর নামে

قَلْ هُوَ اَللَّهُ اَحَدٌ ﺍِلّهُ ﺍَصِلَانٌ لَا يُشْرَكَ مِنْهُ وَلَزُيَّنُ
وَلَرِيَّذُ لَهُ كَفُوا أَحَدٌ

বলো, ১ তিনি আল্লাহ, ২ একক। ৩ আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওর নির্ভরশীল। ৪ তাঁর কোন সত্তান নেই এবং তিনি কারোর সত্তান
নন। ৫ এবং তাঁর সমস্ত কেউ নেই।

১. এখানে 'বলো' শব্দের মাধ্যমে প্রথম রসুলের সালাহাই ওয়া সালাহাকে সোন্দর করা হয়েছে। কারণ তাকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার রব কে? তিনি কেমন? আপনার তাকেই বক্তা দেয়া হয়েছিল, প্রশ্নের জন্যে আপনি একথা বলেন। কিন্তু রসুলের
(সা) তিরোধানের পর এ সোন্দরটি প্রত্যেক মুমিনের সাথে সংঘটিত হয়ে যায়।
রসুলুল্লাহকে (সা) কে কথা বলার বক্তা দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা তাকেই বলতে হবে।

২. অর্থাৎ আমার যে রবের সাথে তোমরা পরিচিত হতে চাও তিনি আর কেউ নন,
তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এটি প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের
সামনে আমি কোন নতুন রব নিয়ে আনিনি। অন্যান্য মায়ুনদের ইবাদত তার করে কোন
নতুন মায়ুনদের ইবাদত করতে আমি তোমাদের বলিনি। বরং আল্লাহ নামে যে সত্তার সাথে
তোমরা পরিচিত তিনি সেই সত্তা। আরববেদের জন্য 'আল্লাহ' শব্দটি কোন নতুন ও
অপরিচিত শব্দ ছিল না। প্রাগীত কাল থেকে বিখ-আহানের শহরের প্রতিষ্ঠা হিসেবে
তারা আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। নিজেদের অন্য কোন মায়ুন ও উপাস্য দেবতার
সাথে এ শব্দটি সংঘটিত করতো। অন্য মায়ুনদের জন্য তারা 'ইলাহ' শব্দ ব্যবহার
করতো। তারপর আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে অক্ষীয় ছিল তার চম্পকভাবে ঘটেছিল আল্লাহর মধ্যে অজ্ঞাতনার সময়। সে সময় কাবাবরে ৩৬০টি উপাসনের মূর্তি ছিল। কিন্তু
এ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মুহারিকরা তাদের সাহায্যে বাদ দিয়ে দিয়েছিল আল্লাহর
কাছে ধারনা করেছিল। অর্থাৎ তারা নিজেরা তারা তারা জানতো, এ সংক্ষেপে আল্লাহ
ছাড়া আর কোন সত্তার তাদের সাহায্যে বাদ দিয়ে দিয়েছিল আল্লাহর কাছে ধারনা করেছিল।
কাবাবরেও তারা এসব
ইলাহের সাথে সংঘটিত করে বায়ুতুল আ-নিহাহ (ইলাহ-এর বহিস্কার) বলতো না বরং
আল্লাহ সাথে সংঘটিত করে একে বলতো বায়ুতুলাহ। আল্লাহ সম্পর্কে আরবের
মুহারিকরদের অক্ষীয় কি ছিল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা বলা হয়েছে। যেমন ৪ সূরা।

আমাগারা
ফ্যারুকে বলা হয়েছে: "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদের পদার্থ করো কেন, তাহলে তারা নিষ্ঠায় বলবে আল্লাহ।" (৮৭ আযাত)

সূরা আনকাবুদে বলা হয়েছে: "যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশমূহ ও যমীনকে কে পদার্থ করো এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিয়মিত করো রেখেছে, তাহলে নিষ্ঠায় তারা বলবে আল্লাহ।......আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করো এবং কার সাহায্যে মৃত পতিত জমিকে সুরক্ষিত দান করো, তাহলে তারা নিষ্ঠায় বলবে আল্লাহ।" (৬১-৬৩ আযাত)

সূরা মুমিনুনে বলা হয়েছে: "এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জানো, এ যমীন এবং এর সমস্ত জননবস্তি কার? এরা অবশ্য বলবে আল্লাহ।......এদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আকাশ ও মহাবায়ের মালিক কে? এরা অবশ্য বলবে, আল্লাহ।......এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো প্রত্যক্ষ তাদের উপর কর কর্তৃপক্ষ প্রভুত আর কে আল্লাহ দান করেন এবং কার মোকাবিলায় কোন আর নিশ্চয় দিতে পারেন না? এরা নিষ্ঠায় বলবে এ ব্যাপারটি তো একাদশ আল্লাহরই জন্য।" (৬৪-৬৯ আযাত)

সূরা ইউনূসে বলা হয়েছে: "এদেরকে জিজ্ঞেস করো কে তোমাদের আকাশ ও যমীন থেকে বিভিন্ন দেন? তোমরা যে বর্ষণ ও দৃষ্টিকোণ অধিকারী হয়েছে এগুলো কার ইতিয়ারবাহুক? কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? এবং কে এ বিশ্বায়নশ্রেণীর চালানের। এরা নিষ্ঠায় বলবে, আল্লাহ।" (৩১ আযাত)

অনুরূপভাবে সূরা ইউনূসের আর এক আযাতের বলা হয়েছে: "যখন তোমরা জানাচে আল্লাহ করে অনুরূপ বাতাসে আনিয়ে চিত্র সফর করতে থাকতে আর তারপর হইতে সুসাফটুরা থেকে বেঁধে যায়, চারিদিক থেকে তরঙ্গ আছাড় করতে থাকতে এবং মুসাফিহারা মনে করতে থাকত, তারা চারিদিক থেকে বন্ধ পরিব্রুত হয়ে পড়েছে তাদের ভিতর মানুষ বন্ধু পরিবর্তন হয়। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বীর্যে দেন তখন এই লোকেরাই সত্ত্বাহ্ন হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে যাও।"

সূরা বনী ইসরাইলে একটিরই পুনরাবৃত্তি এভাবে বলা হয়েছে: "যখন সমুদ্রে তোমাদের ঊপর বিপদ আসে তখন সেই অনেক ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা সবাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদের বীর্যে হিন্দুভাবে পোষ্টি দেন তখন তোমার তার দিক থেকে মৃত্যু ফিরে নিয়ে যাও।" (৬৭ আযাত)

এ আযাতগুলো সামনে রেখে চিত্তা করেন, লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি সেই রব কে এবং কেমন, যার ইবাদাত বলেনী কুরআন ধুমা অপনি আমাদের প্রতি আঘাত জানানেন? তিনি এর জন্য বললেন: "হয় তুমি আল্লাহ। এ জন্য থেকে অপনি আপনি এ অথ বের হয়, যাকে তোমরা বিশ্বায়নক্তি নিষ্ঠাশীর্ষের ও সারা বিশ্ব-জাহাজের স্তর, ব্যক্তি, আহরনদাতা, পরিবারকিং ও বাদশাহের বলে মানো এবং কীভাবে সংকটময় মুখ্যে অন্য সব মানুষের পরিদর্শন করে একাদশ তার কাছেই সাহায্য করার
আবদুন জানাও, তিনিই আমি রব এবং তাঁই ইব্রাহিম করার দিকে আমি তোমাদের আহবান জানাতো। এ জবাবের মধ্যে আল্লাহ সমস্ত পুরাণে ও পালনকৃত আমাদের অনুসন্ধানে এসে পড়ে। কারণ মিনি যে আমি বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা, যে মিনি বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় ও ব্যবস্থাপনা করলাম, যে মিনি বিশ্বাসকারী সমস্ত প্রাণীর আহরণ এবং বিশ্বের সমস্ত নিজের বাসাদের সাহায্য করেন তিনি অধিক নন, প্রতি আল্লাহ পান না, যাদীন ও সাবটুম ভয়কারী অধিক নন, সাবজ ও সাবজানী নন, করুনেমাও ও সেহীল নন এবং সবার উপর প্রান্তায় বিশ্বাসকারী নন, যেদিকে আল্লাহ করার যায় না।

৩. ব্যাপক পদের সূত্র অনুসারে উলামায়া কাহানি মুহুর্তে বাক্যটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ দিয়েছেন। খুব আলাদার মতে যে বিশ্লেষণটি এখনকার সাথে পুরাুপুরি ধার হয়ে যেতে হবে: উপদেশ (Subject) আল্লাহ তার বিশেষ (Predicate) এবং ধ্রুঃ তার দ্বিতীয় বিশেষ। এ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে এ বাক্যটির অর্থ হলো, তিনি (যার সমন্বয়ে তোমার প্রশ্ন করছেন) আল্লাহ, একক। তার অর্থ এর হতে পারে এবং তাহারির নিক দিকের এটা ভুলও নয় যে, তিনি আল্লাহ একক।

এখনে সাধারণ একটি বুদ্ধি নিতে হবে যে, এ বাক্যটির মান্য আল্লাহর জন্য “আহাদ” শব্দটি যেতে ব্যবহার করা হয়েছে তা আরো ভাবায় এ শব্দটি একটি অস্তান্ত ব্যবহার। সাধারণ অর্থ একটি শব্দের সাথে শব্দের ভিত্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তেমনি: “অমার দাঁড়ানি দুই অন্ধকারের প্রথম দিন”। অনুপন্থে “তোমাদের কোন কোনকে পাঠাও。” অথবা সাধারণ নিতিবাচক অর্থে এর ব্যবহার হয়।

তেমনি: “আমার কাছে কেউ আসেনি।” কিন্তু ব্যাপক টিয়ার ধারণাসহ প্রশ্ন সৃষ্টি করে বলা হয়। তেমনি: “তোমার কাছে কি কেউ আছে?” অথবা এ ব্যাপক টির ধারণাসহ তেমনি প্রশ্নে বুলায়। তেমনি: “না।” যদি তোমার কাছে কেউ এসে থাকে।” অথবা গণানী বলা হয়। তেমনি: “না। একথা নিয়ে।” এ সীমিত ব্যবহারগুলো ছড়িয়ে আল্লাহ নাম্বারের পূর্বে আরো আরো ভাবায়।

আল্লাহ (আহাদ) শব্দটির প্রশ্ন অর্থে ব্যবহার অথবা কোন ব্যক্তি বা যেনিদেরের গুণ প্রকাশ অর্থে “আহাদ” শব্দের ব্যবহারের কোন নিজের নেই। আল্লাহ নাম্বারের পূর্বে এ শব্দটি গুরুমত্র আল্লাহর সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অন্যান্য ঝলক প্রদর্শন সত্যভাবে একক প্রকাশ করে বলো, একক ও অহিরিয়ত হওয়া আল্লাহর বিশেষ প্রশ্ন। বিশ্ব-জাহানের কনে কই এ গুলি গুরুমতি নয়। তেমনি এক ও একক, তার কোন দ্বিতীয় নেই।

তারপর মুহুর্ত ও করুনেমবার লক্ষাত্মক আলাহিম ওয়া, মানামকে তার নব সৃষ্টি ব্যবহার করেছিল সেগুলো সামনে রেখে দেখেছ, মুহুর্তে বলার পরে তার বলে জানাতে তার জন্য দেয়া হয়েছে।

প্রথমত, এর মতে হয়েছে, তিনি একই রব। তার ‘রবিরিয়াতে’ করে কোন অর্থ নেই।
আল প্রেমতু ইলাহ (মাবুদ) একমাত্র তিনিই হতে পারেন যেন যে মাবুদ মাবুদ ও প্রতিপালক হন, তাই ‘উলামায়াতে’ ও মাবুদ হাবাব ও প্রতিপালক কেউ তার সাথে শহরী নেই।
দ্বিতীয়ত, এর মানে এর হয় যে, তিনি একাই এ বিশ-আহানের হই। এ সৃষ্টিকর্ম কেউ তার সাথে শরীক নয়। তিনি একাই সমগ্র বিশ-রাজ্যের মালিক ও একক অধিপতি। তিনি একাই বিশ-ব্যবস্থার পরিচালক ও ব্যবহারক। নিজের সমগ্র সৃষ্টিকর্মের জিজ্ঞে তিনি একাই দান করেন। সকলকে তিনি একাই তাদের সাহায্য করেন ও ফরিয়াদ পোনেন। আল্লাহ সীমাবদ্ধতার কর্তৃত্বের এসব কাজে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর কাজ বলে মনে করা, এসব কাজে আর কারা সামাজিক কৌন অপভ নেই।

তৃতীয়ত, তারা এরকমের জিজ্ঞে করেছিল, তিনি কি তারা তৈরি? তার বলাবলি কি তিনি কৌন প্রজাতির অন্যতম? দুনিয়ার উদ্বোধনকারী তিনি কার কাজ থেকে পেয়েছেন? এবং তার পর কে এর উদ্বোধনকারী হবে? আল্লাহ তাদের এ সময় দেখতে দিবার একটি দিন আল্লাহ শুভের মধ্যে দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে: (1) তিনি এক আল্লাহ স্রষ্টাকে আহন এবং স্রষ্টান থাকবেন। তার আগে কেউ আল্লাহ ছিল না এবং তার পরেও কেউ আল্লাহ হন না। (2) আল্লাহর এক একুন প্রজাতি হবে, যাকে একুন তিনি হতে পারেন। একদিন তিনি এক আল্লাহ এবং তার সমগ্র যোগ্য ও সমজ্ঞাত কৌন নেই।

(3) তার সত্য নিষ্কল এক না বং বাদ এক, যেখানে কৌন দিকে এককার সামাজিক সম্পত্তি নেই। তিনি বিভিন্ন উদাহারণে গঠিত কৌন সত্য নেই। তার সত্যে মিলিত করা যেতে পারে না। তার কৌন আছে এবং কৌন নেই। তার কৌন স্তরের গুণীতে আবদ্ধ নয় এবং তার মধ্যে কৌন যিনি আবদ্ধ হতে পারে না। তার কৌন নেই। কৌন আং-প্রাতঃ নেই। কৌন দিকে নেই। তার মধ্যে কৌন প্রকার

পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটে না। সকল প্রকার দর্শন ও প্রকার মুক্তি ও বিবিধ তিনি এককালের সত্য, যা সবচেয়ে দীর্ঘ তার শাসন যোগসং সত্যে তার সমগ্র সত্যকে সামান রেখে “ওয়াহেদ” বা “এক” বলা হয়। যেমন এক বিভিন্ন, এক জন্ধ, এক প্রীতি, এমন কি এক বিশ-আহানও। আল্লাহ কৌন সমস্তর প্রায় অক্ষেপ আল্লাহ আল্লাদাভাবে “এক”-ই বলা হয়। কিন্তু “আহান” বা এক স্থান আল্লাহ ছাড়া এক কাজ নদ্য ব্যবহার করা হয় না। এ জন্য মূলাধার মুহূর্তে একাই আল্লাহ জন্য ওয়াহেদের (এক) শাসন ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে এক বলা হয়েছে: “ঈশ্বর ওয়াহেদের” এক শাসন বা “আল্লাহ ওয়াহেদুল কাহারু-এক আল্লাহ সাইকে বিভিন্ন ও প্রাপ্ত করে রাখেন। কৌন বিভিন্ন বলা হয়। ক্রম যেমন তিনির মধ্যে বিপুল ও বিশাল সমস্ত রয়েছে তাদের জন্য এ শাসন ব্যবহার করেন। বিভিন্ন পক্ষে আল্লাহ শাসন এককালের আল্লাহ জন্য ব্যবহার করেন। ক্রম আল্লাহ একশত শাসন ও অক্ষেপ যার মধ্যে কৌন প্রকার এককালী নেই। এক এক সত্য সবমিড দিয়েই পুরুষে।

৪. মুলে “সামাদ” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে মূলে যাত্রী থেকে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি থেকে যতক্ষণে শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলোর উপর নজর বুলাতে এ শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা জানায় যায়। যেমন: পুঁ মাসক করা, কিছু করা। বিপুলায়তন বিভিন্ন উত্তর স্ত্রী এবং বিপুল ঘনত্ব বিভিন্ন উত্তর মন্ত্রিয়। উচ্চ
সমতল ছাদ। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধাত্ত ও পিপাসাত্ত হয় না। প্রয়োজনের সময় যে সরদারের শরণাপন্থ হতে হয়।

অছিলাত : প্রতেক জিনিসের উচ্চ অংশ। যে ব্যক্তির ওপরে আর কেউ নেই। যে নেতার আনুগত্য করা যায় এবং তার সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ের ফায্যাসাল করা হয় না। অতঃপর যে নেতার শরণাপন্থ হয়। চট্টনী। উপর মর্যাদা। এমন নিবেদন ও নিঃসিদ্ধ যের মধ্যে কোন ছিল, শুনাত ও ফাঁকা অংশ নেই, যেখান থেকে কোন জিনিস বের হতে পারে না এবং কোন জিনিস যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধাত্তুকার শিকার হয় না।

অছিলাত : জমাট জিনিস, যার গেট নেই।

অছিলাত : যে লক্ষের দিকে যেতে মনস্ত করা হয়; যে করিয়া জিনিসের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই।

ফলরাজাত : এমন গৃহ, প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য যার আশায় নিতে হয়।

ফলরাজাত : উচ্চ ইমরাদ।

সদর : এই লোকটির দিকে যাওয়ার সক্রিয় করলো।

ফলরাজাত : ব্যাপারটি তার হাতে সোপার্ন করলো; তার সামনে ব্যাপারটি পেশ করলো; বিষয়টি সম্পর্কে তার ওপর আহ্বান সম্পন্ন করলো। (সিরাজ, কামুদ ও লিসানুল আরব)।

এসব শাদিক ও অধিকারিক অর্থে ভিত্তিতে "আল্লাহর সামাদ" আয়াতটিতে উল্লেখিত "সামাদ" শব্দের যে ব্যাখ্যা সহায়তা, তবেই পরবর্তীকালের আলেমগণ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে নিচে আমরা তা উল্লেখ করছি।

হযরত আলী (রা), ইকবার ও কাব' আহবার বলেছেন যে সামাদ হচ্ছে এমন এক সত্ত্বে যুদ্ধের ওপরে আর কেউ নেই।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে মালউদ (রা), হযরত আবদুর মোলা ইবনে আবস (রা) ও আবু ওয়ায়েল শাকিক ইবনে সালামাহ বলেছেন : তিনি এমন সরদার, নেতা ও সমাজপতি, যার নিস্তুরগুণ লাল করেছে এবং চূর্ণতর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আবসের হিন্দুর উক্তি হচ্ছে: লোকের কোন বিপদে-আগে যার দিকে সাহায্য লাগের জন্য এগিয়ে যায়, তিনি সামাদ। তার আর একটি উক্তি হচ্ছে: যে সরদার তার নেতুত্ব, মর্যাদা, গৌরত্ব, ধর্ম, সম্পত্তি, আজার, বৃত্তিগত ও বিচিত্রতায় পূর্ণতার অধিকারী তিনি সামাদ।

হযরত আবুর হাসারা (রা) বলেছেন: যিনি কানো ওপর নিজস্বীর নন, সবাই তার ওপর নিজস্বীর, তিনি সামাদ।

ইকবার আর একটি বক্তব্য হচ্ছে: যার মধ্য থেকে কোন জিনিস কেননির বের হয়নি এবং বের হবে না আর যে পালাহার করে না, সেই সামাদ। এরই সমাধ্যোতক উক্তি সাদা ও মাহমুদ ইবনে কাব' আল কুরায়ি থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।
সূরায় আল ইখলাস

তাফসীরুল কৃষ্ণান ৩১২

সূরা আল ইখলাস

দুয়ের বলেছেন : আকাধিত বস্তু লাভ করার জন্য লোকেরা যার কাছে যায় এবং বিপদ সাহায্য লাভের আশায় যার দিকে হত বাড়ায়, তাকেই সামাদ বলে।

সাইদ ইবনে জুবাইর বলেছেন : যে নিজের সকল গুণ ও কাজে পূর্ণতার অধিকারী হয়।

রাবি ইবনে আনাস বলেছেন : যার ওপর কখনো বিপদ-আপনি আসে না।

মুকাতেল ইবনে হাইয়ান বলেছেন : যিনি সকল প্রকার দোষ-ক্রুতি মুক্ত।

ইবনে কাইসান বলেছেন : অন্য কেউ যার গুণবল্লীর ধারক হয় না।

হাসান বসরি ও কাফাদাহ বলেছেন : যে বিদ্যমান থাকে এবং যার বিনাশ নেই। প্রায় এই একই ধরনের উদ্ধত করেছেন মুজাহিদ, মাস্মার ও মুরাউল হামদানী।

মুরাউল হামদানীর আর একটি উক্ত হচ্ছে : যে নিজের ইচ্ছা অনুযােচ্ছী ফায়সালা করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে; যার হৃদয় ও ফায়সালা পূর্ববর্তীত্ব করার ক্ষমতা কারো থাকে না।

ইবরাহীম নাথির বলেছেন : যার দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এগিয়ে যায়।

আবু বকর আমাবার বলেছেন : সামাদ এমন এক সরদারকে বলা হয়, যার ওপরে আর কোন সরদার নেই এবং লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যার শরণাপন হয়, অভিধানবিদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। আর যুদ্ধের বক্সে প্রায় এর কাফাকাফি। তিনি বলেছেন : যার ওপর এসে নেতৃত্ব খেতাম হয়ে গেছে এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্যাটেকে যার শরণাপন হয়, তাকেই বলা হয় সামাদ।

এখন চিতা করা, প্রথম বক্ক প্যাটেকে "আল্লাহ আহাদ" কেন বলা হয়েছে এবং এ বক্কে "আল্লাহ সামাদ" বলা হয়েছে কেন? "আহাদ" শব্দটি সম্পর্কে বিভিন্নতা বলেছি, তার শুধুমাত্র আল্লাহ জন্য দিনিত—আর করার জন্য এ শব্দটি আদৌ ব্যবহার হয় না। তাই এখানে "আল্লাহ" শব্দটি অণুমিত অথবা ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে "সামাদ" শব্দটি অন্যান্য সৃষ্টির জন্য আবাহার করা হয়েছে। তাই "আল্লাহ সামাদ" না বলে "আল্লাহ সামাদ" বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, আসল ও প্রকৃত সামাদ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ।

সূচনা যদি কোন দিক দিয়ে সামাদ হয়ে থাকে তাহলে অন্য দিক দিয়ে তা সামাদ নয়।

কারণ তা অবিনয় নয়—একদিন তার বিনাশ হবে। তাকে বিশ্বাস এবং বিশ্বাস করা যায়।

তার বিভিন্ন উপদেষ্টা সহযোগী গঠিত হয়। যে কোন সময় তার উপদেষ্টার উপায় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকে। কোন কোন সৃষ্টি তার মূখপ্রেক্ষীয় হলেও সে নিজে অবাক করে মূখপ্রেক্ষী।

তার নেতৃত্ব ও কর্ষক অপেক্ষিক, নির্দেশ নয়। কারণ তৃতীয় যে সৃষ্টিময় হলেও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে নেই।

কিছু সৃষ্টির কিছু প্রয়োজন থেকে নয়। যদিও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে নেই। সৃষ্টির পক্ষে আল্লাহ সামাদ হবে গুণ অথচ তার মূখপ্রেক্ষীতন্ত্র গুণ সংক্ষিপ্ত দিয়েছে পরিপূর্ণ। সারা দুনিয়া তার মূখপ্রেক্ষী তিনি করে মূখপ্রেক্ষী নন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি
জিনিস নিজের অতিথি, ব্যাঙ্গন এবং প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য সচেতন ও অবেচেতনভাবে তারই শৃংখলার হয়। তিনিই তারের সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনি অম্বার, অর্জন, অক্ষর। তিনি রোধিক দেন—নেন না। তিনি একক—যোগিক ও মিশ নন। কাজেই বিভক্তি ও বিশ্বাসযোগ্য নন। সম্মান বিশ্ব-জাতীয়ের ওপর তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সংস্কৃত। তাই তিনি নিষ্ক সামাজিক নন, বরং “আসামানা” অথবা তিনিই একাধারে সত্য যিনি মূলত সামাজিক তথা অন্তর্শালিকার গুণবান সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত।

আবার এখেতে তিনি “আসামাদ” তাই তার একাধারি ও স্বজনবিহীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ধরনের সত্য একাধারেই হতে পারেন, যিনি কারণ কাছে নিজের অভাব পূরণের জন্য হাত পাতেন না, বরং সাই নিজেদের অভাব পূরণের জন্য তার মুখার্জনকে হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশী সত্য সবার প্রতি অমূল্যের ও অনিয়ন্ত্রণশীল এবং সবার প্রয়োজন পূর্বকালী হতে পারে না। তাছাড়া তার “আসামাদ” হবার কারণে তার একক মানুষ হবার ব্যাপারটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যার মুখার্জনকে হয় তারই ইবাদত করে। আবার তিনি হার্ড অর ফেন মানুষ নেই, “আসামাদ” হবার কারণে এটাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা ও সামাতি হারে না; কোন সচেতন যুক্তি তার ইবাদত করে পারে না।

৫. দুরিকরা প্রতি যুগে খোদার এ ধারণা পোষণ করে এসেছে যে, মানুষের মতো খোদাদেরও একটি জাতি বা শ্রেষ্ঠি আছে। তার সদস্য সংখ্যাও অনেক। তাদের মধ্যে বিদেশী এবং বিদেশী এবং শক্তিবাহী জাতি চলে। তারা আল্লাহ রাখেন, আল্লাহ নিয়ে এ জাতিকে ধরা মুক্ত রাখেনি। তার জন্য সত্যের সত্যের ঠিক করে নিয়েছে। তাই কুরআন মুম্বীরের আবারবাসী তারা বর্তমান প্রস্তুত বলা হয়, তারা কেরাবাদেরকে মহান আল্লাহের কন্যা গণ করতো। তাদের জাতিকে ক্ষতি হয়নি যে উমাতদেরকেও সজ্জিত রাখানি। তাদের মধ্যে নিজেদেরকে সং ও স্ত্রী বাক্তিকে আল্লাহ পুরুষ গণ করার অবকাশ জন্ম নেয়। এ বিটিন ধরনের জাতিপন্থা চিন্তা—বিশ্বাসের মধ্যে দুই ধরনের চিন্তা সবসময় বিশ্লেষিত হতে থাকে। কিছু লোক মনে করছে, যাদেরকে তারা আল্লাহ সত্যাত্মক গণ করছে তারা সেই মহান প্রতি সত্যের দৃষ্টান্ত স্তর। আবার কেউ কেউ দাবি করছে, যাকে তারা আল্লাহ সত্যাত্মক বলছে, আল্লাহ তাকে নিজের পালকপুত্র বাবীনিয়েছেন। যদিও তাদের কেউ কাউকে (মাধ্যমালাহ) আল্লাহর পিতা গণ করার সাহস করেনি। কিন্তু যখন কোন সত্য সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি সত্যের উপাদান ও বাণিজ্য বিশ্বের দায়িত্বজন্য নন এবং তার সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি মানুষ জাতীয় এক ধরনের অভিজ্ঞ, তার প্রস্তাব সত্যরূপ করে এবং অপুর্ব হলে তার কাউকে পালক পুরুষ হিসেবে গঠন করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মানুষের মন তাকেও কারা সত্য মনে করার ধারণা মুক্ত থাকতে পারে না। এ কারণে রসূলালা সালাহান মোহাম্মদ আল্লাহও আল্লাহকে বোঝাইছিল তার মধ্যে একটি প্রথ ছিল, আল্লাহ বংগীরা কি? দুটির প্রথিত ছিল, কার কাছ থেকে তিনি দুরিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন এবং তার পায়ের তাঁরের উত্তরাধিকার হবে কি?
এসব জ্ঞানী মূর্তিত্ব প্রসূত ধারণা-কল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোকে যদি নিতিগতভাবে মনে নিতে হয়, তাহলে আরো কিছু জিনিসকেও মনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমনঃ

একঃ আলাহ এক নয়, বরং আলাহর কোন একটি আত্মা ও গোষ্ঠী আছে। তাদের সদস্যসমূহ আলাহর ওয়ালী, কার্যকারিক ও কর্তব্য-ক্ষমতা তাদের সাথে শরীক। আলাহর কেবলমাত্র ধর্মজন্ম সত্তার ধারণা করে নিয়ে এ বিষয়টি অপরিহার্য হয় না, বরং কাউকে পালকপুকুর হিসেবে ধরনের করে নিয়েও এটি অপরিহার্য হয়। কেননা কাউকে পালকপুকুর অবশ্যই তাই সমস্তায় ও সমগ্রত্যাগই হয়ে পারে। আর (মা'আমালাহ) যখন সে আলাহর সমস্তায় ও সমগ্রত্যাগই হয়, তখনই সে আলাহর ওয়ালী সমর্পনও হবে, একটা অধীনতা করা যেতে পারে।

দুইঃ পুরুষ ও নারীর মিলন হাড় কোন সত্তারের ধারণা ও কল্পনা করা যেতে পারে না। রাগ ও মায়ের শরীর থেকে কোন জিনিস বের হয়ে সত্তারের রূপ লাভ করে—সত্তার বলতে একাই বুঝায়। কাজেই এ কেন্দ্রে আলাহর সত্তার ধারণা করার জন্য (নাইরমুমাইয়াহ) তাঁর একটি ব্যক্তিত্ব ও শারীরিক অন্তর্ভুক্তি, তাঁর সমস্তায় কোন সমস্তায় অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর শরীর থেকে কোন বস্তু বের হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তিনঃ সত্তার উৎপাদন ও বঞ্চনার চালাবার কথা যেখানে আসে সেখানে এর মূল কারণ হয় এই যে, বাসিন্দা বা মরণশীল এবং তাদের আত্মত্ব ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রক্ষার জন্য তাদের সত্তার উৎপাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, এ সত্তারদের সাহায্যে তাদের বঞ্চনার অব্যাহতি থাকবে এবং সমাজের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজেই আলাহর সত্তার আছে বলে মনে করলে (নাইরমুমাইয়াহ) তিনি নিজে তার মরণশীল এবং তাঁর বয়স ও তাঁর নিজের সত্তা কোনটি চিত্রিত নয় একথা মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাহাড়া সমস্ত মরণশীল বাসিন্দা মতো (নাইরমুমাইয়াহ) আলাহর কোন খুর ও শেষ আছে, একথাও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, সত্তার উৎপাদন ও বঞ্চনার ওপর ফেস্ব আত্মা ও গোষ্ঠীনিরীক্ষণ হয়ে পড়ে, তাদের ব্যক্তিগত অন্তর্ভুক্তি-অনন্তকালীন জীবনের অধিকারী হয় না।

চারঃ কারা পালকপুত্র বলবার উদ্দেশ্য এ হয় যে, একজন সত্তাশীল বাসিন্দা তাঁর নিজের জীবনে কারো সাহায্য এবং নিজের মৃত্যুর পর কোন উত্তরাধিকারের প্রয়োজন বোধ করে। কাজেই আলাহ কাউকে নিজের পুত্র বাসিন্দা একথা মনে করা হলে সেই পরিস্থিতি সত্তার সাথে এমন সব দুর্বলতা সংকট্রিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, কয়েকলো মরণশীল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়।

যদিও মহান আলাহকে “আহাদ” ও “আসসামাদ” বলে এসব উদ্ধৃত ধারণা-কল্পনার মূল কৃত্রিমত করা হয়, তবুও এরপর না তাঁর কোন সত্তার আছে, না তিনি কারা সত্তা—একথা বলায় এ ব্যাপারে আর কোন সত্তা সম্পর্কে আবর্তনই থাকে না। তাঁর মনে মনে আলাহ মহান সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা-কল্পনা শিরোর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত, তাই মহান আলাহ ও মূলক সূরা ইলামের এগুলোর বাস্তুনীতি ও চূড়ান্ত প্রতিবাদ করেই কান্তি হবেনি, বরং বিভিন্ন জায়গায় এ
বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এবং লোকেরা সত্তাকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে। সৃষ্টিতে বরণ নীচের আয়তনগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে:

"আমার লোকেরা যে আমাকে পুরুষ করে দিতে পারেন, তাতেই আমার কৌশল হবে। আমি প্রথম করিনি।" (আল আইসাহাই, ৫:৩১)

"আল্লাহই ছিলেন একটি ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত। পাক-পবিত্র। যা কিছু আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু ব্যাপারদের মধ্যে আছে, সবই তার মালিকানাধীন।" (আল সানায়, ১৫১)

"বলো আমরা যে আল্লাহই ছিলেন একটি ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত। পাক-পবিত্র। যা কিছু আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু ব্যাপারদের মধ্যে আছে, সবই তার মালিকানাধীন।" (আল সানায়, ১৫২)

"জ্ঞানের রাস্তা এরা যে বলছে আল্লাহর সন্তান আছে, এটা এদের নিজেদের মন্দভাব কথা। আসলে এটি একটি ভয়াবহ কথা।" (আল সাফাত, ১৫১-১৫২)

"জ্ঞানের রাস্তা এরা যে বলছে আল্লাহর সন্তান আছে, এটা এদের নিজেদের মন্দভাব কথা। আসলে এটি একটি ভয়াবহ কথা।" (আল সাফাত, ১৫১-১৫২)

"আমার লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বলায়েছে। অথচ তিনি তাদের দৃষ্টি নেই। আর তারা না জেনে-বুঝে তার জন্য পুরুষ-কন্যা বলায়ে নিয়েছে। অথচ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। এবং তার উর্ধ তিনি অবস্থান করছেন। তিনি তো আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। তার পুত্র কৃত্তিবাস হতে পারে যখন তার কৃত্তিবাস হতে পারে যখন তার কৃত্তিবাস হতে পারে।" (আল আনাম, ১০০-১৫১)

"আমেরা যে আল্লাহ তাঁকে পুরুষ করেন। তিনি পাক-পবিত্র। তার কিছু ব্যাপার। যে আল্লাহ তাঁকে পুরুষ করেন। তিনি পাক-পবিত্র। তার কিছু ব্যাপার।" (আল আম্মায়া, ২৬)
"আল্লাহকে পুত্র বানিয়েছেন আল্লাহ পাক–পবিত্র। তিনি তো অমৃতাঙ্গী। আকাশগুচ্ছ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন।
এ বক্তব্যের সম্পর্কে তোমাদের প্রমাণ কি? তোমরা কি আল্লাহর সম্পর্কে এমন সব কথা বলছে, যা তোমরা জানো না?" (ইনস্যুস, ৬৮)

"আর হে নবী! যে দাও, সেই আল্লাহের জন্য সব প্রশংসা যদি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না বাদশাহীতে কেউ তাঁর শরীফ আর না তিনি অফম, যার ফলে কেউ হবে তাঁর পূঠশাক।" (বনী ইসরাইল, ১১১)

"মানুষ আল্লাহের বিশ্বাস কর্তা মানুষ কর্তা মানুষ কর্তা মানুষ। কে পছন্দ না বলেক কে পছন্দ না বলেক কে পছন্দ না বলেক। আল্লাহ কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে হিজের কোন ইলাহাও নেই।" (আল মুমিনুন, ৯১)

যারা আল্লাহর জন্য ঐরাসাজাত স্তব্ধ অথবা পালকপুত্র গ্রহণ করাকে বলে, এ আযাতগুলোতে সর্বত্রোভবে তাদের এহেন আকীদা–বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ আযাতগুলো এবং এ বিষয়বস্তু সুলিলত এনা যে সমস্ত আযাত করাত্তের বিভিন্ন হানে পাওয়া যায়, সেগুলো সুরা ইখলাসের অতি চমৎকার ব্যাখ্যা।

৬. মূলে কলা হয়েছে কুফু (কফু) এর মানে হচ্ছে, না হচ্ছে, সন্নাট, সন্নাট, সমাজ সমগ্র সম্প্রদায় ও সমতল। বিশ্বাস ব্যাপারে আমাদের দেশে কুফু শরীফ দেবহার আছে। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে হচ্ছে এবং সেজে সমাজ পর্যায়ে অবস্থান করা।
কাজেই এখানে এ আযাতের মানে হচ্ছে সংসার বিশ্বাস ও আল্লাহর চক্ষে তাঁহাদের সম্মত অথবা তাঁর সমস্ত সম্পর্ক কিনা নিজের ওপরিবেশ, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমাজ পর্যায়ে উন্নত হতে পারে এমন কেউ কোন দিন ছিল না এবং কোন দিন হতেও পারবে না।